



যুব প্রবণতা

জুলাই ২০২৫

তোমাকে খ্রীষ্টের প্রেমের বাহক
হতে ডাকা হয়েছে, তাই

নিজেকে আড়াল করোনা!

ভূমিকা



আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা।

আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অভুলনীয় নামে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই!

জুন এবং জুলাই মাস সবসময়ই এক ধরনের উত্তেজনা নিয়ে আসে। কেন? কারণ এই মাসগুলি একটি নতুন শিক্ষাবর্ষের-সূচনা করে - এমন একটি সময় যখন তোমাদের মতো তরুণরা নতুন উৎসাহ এবং মহান প্রত্যাশা নিয়ে তাদের পড়াশোনা শুরু করে। প্রভু তোমাদের প্রত্যেককে উপর থেকে তাঁর ঐশ্বরিক জ্ঞানে পূর্ণ করুন।

স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে যারা কলেজ জীবনে পা রাখছে - হৃদয়ে স্বপ্ন বয়ে নিয়ে - তাদের জন্য আমি অনুরোধ করছি একটা কথা মনে রাখবে: তোমার প্রাথমিক মনোযোগ তোমার পড়াশোনার উপরই রাখবে। আমি অনেক ছাত্রকে দেখেছি যারা তাদের স্কুলের বছরগুলিতে অত্যন্ত পরিশ্রম এবং শৃঙ্খলার সাথে দক্ষতা অর্জন করেছিল, কিন্তু কলেজে প্রবেশের পর তারা নিজেদের পথ হারিয়ে ফেলে এবং ভুল পথে চলে যায়। যারা স্কুলে একবার তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আচরণ এবং মূল্যবোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তারা কলেজে পা রাখার সাথে সাথে পাখির মতো বেপরোয়া ভাবে উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

তবে, আমি এমন আরও অনেককে দেখেছি যারা কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করে, ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভাকে তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করে এবং অবশেষে জীবনে উজ্জ্বল রত্ন হিসেবে আবির্ভূত হয়। তুমিও তাদের মতন পরবর্তীতে গণ্য হবে।

তুমি যেখানেই থাকো না কেন, ঈশ্বরের জন্য তোমাকে আলোকিত হতে বলা হয়েছে। তোমার স্কুল বা কলেজে তাঁর আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তোমাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ঠিক যেমন পাহাড়ের উপর স্থাপিত একটি প্রদীপ যা লুকানো যায় না, তেমনি তোমাকেও সাহসের সাথে এবং উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হতে হবে। ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে আশা করেন যে তুমি তাঁর অর্পিত প্রতিভা ব্যবহার করবে এবং বহুগুণ বৃদ্ধি করবে।

দুঃখের বিষয় হল, অনেক তরুণ-তরুণী সত্যিকারের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা না পেয়েই কলেজে পৌঁছায়। কিন্তু একবার তারা তা অর্জন করার পর, আমি তাদের প্রভুকে আরও গভীরভাবে জানতে, অভিষেক বেড়ে উঠতে এবং ঈশ্বরের সেবা করার জন্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠতে দেখেছি।

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধু, তুমি পুনরুজ্জীবনের একজন যোদ্ধা। তোমার স্কুল, কলেজ বা কর্মক্ষেত্রে, ঈশ্বর তোমাকে তাদের মধ্যে সুসমাচারের আলো হিসেবে ব্যবহার করতে চান যারা কখনও তাঁর কথা শোনেনি। তিনি তোমাকে উপহার এবং প্রতিভা দিয়ে সজ্জিত করেছেন যাতে তোমার মাধ্যমে অনেকেই ধার্মিকতার দিকে পরিচালিত হতে পারে।

ওঠো এবং কাজ করো। আটকিয়ে থেকোনা। সুসমাচারের আলোকে সমাধিস্থ করোনা। দেয়ালে লাগানো প্রদীপের মতো জ্বলো। আমার হৃদয়ে কোন সন্দেহ নেই - ঈশ্বর তোমাকে শক্তিশালী করবেন এবং তোমাকে পরাক্রমশালী ভাবে ব্যবহার করবেন।

**এক বিরাট সৈন্যদল উঠছে - যারা তুরী বাজাবে, ঘট ভাঙবে, মশাল উঁচুতে তুলবে এবং চিৎকার করবে,
“প্রভুর ও গিদিয়োনের তরবারি!” তাদের মাধ্যমে, ঈশ্বর এক মহাজাগরণ ঘটানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।**

ওঠো! আরও শক্তিশালী হও! চিৎকার করো!

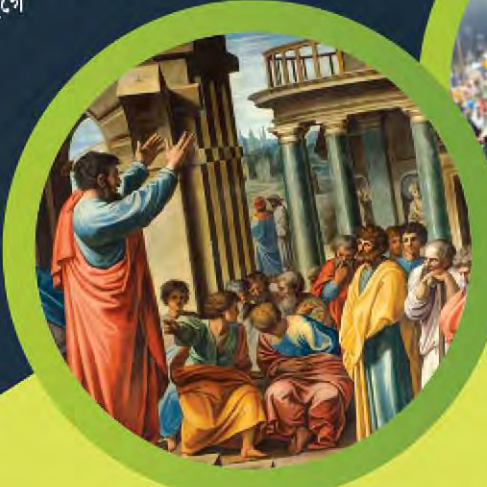
ক্রিস্টের মিকিওন

মোহন সি. লাজারাসে

খ্রিস্টধর্ম

হাই প্রিয় ভাই, বোন...আজ, আমি এমন একটি গির্জার অনন্য চরিত্র তুলে ধরতে চাই যেখানে প্রেরিত পৌল প্রারম্ভিক খ্রিস্টীয় যুগে পরিচর্যা করেছিলেন।

“এখনের থেসালোনিকার ইহুদিদের চেয়ে বেরিয়ান ইহুদিরা আরও উন্নত চরিত্রের ছিল, কারণ তারা খুব আগ্রহের সাথে বার্তা গ্রহণ করেছিল এবং পৌল যা বলেছিলেন তা সত্য কিনা তা দেখার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করেছিল।”
- প্রেরিত



তখন এখন



“মানুষের আত্মা হল প্রভুর প্রদীপ যা মানুষের অন্তরের উপর আলোকপাত করে”(হিতোপদেশ ২০:২৭)।

এই পদটি বিরয়ার লোকেদের কথা বলে। পৌল নিজেই তাদেরকে বাক্য শিক্ষা দিয়েছিলেন।

তাদের সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক - পৌলের কাছ থেকে শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল, যিনি গমলীয়েলের চরণে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং খ্রীষ্টের সাক্ষাতের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তবুও, বিরিয়ানরা অন্ধভাবে তিনি যা প্রচার করেছিলেন তা গ্রহণ করেনি। পরিবর্তে, তারা তাঁর বার্তার সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করেছিল।

আজ, আমরা অসংখ্য বার্তা, অগণিত শিক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যার বন্যায় ঘেরা। শোনার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু আমরা কি বিচক্ষণ? আমরা কি যা শুনি তা মূল্যায়ন করার জন্য সময় নিই, নাকি কেবল সত্য হিসেবে গ্রহণ করি?

পবিত্র আত্মা পৌলের মাধ্যমে আমাদের সতর্ক করে দেন: “তোমরা সকল প্রকার অদ্ভুত শিক্ষা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না”(ইব্রীয় ১৩:৯)। যদি আমরা শিক্ষাগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে গ্রহণ করি, তাহলে আমরা বাতাসে উড়ন্ত নলখাগড়ার মতো হব। কিন্তু যখন আমরা সত্য পরীক্ষা করি এবং বুঝতে পারি, তখন আমরা পাথরের উপর নির্মিত দৃঢ়, অটল ঘরের মতো হয়ে যাই।

যখন আমরা যা শুনি তার উপর প্রভুর প্রদীপ জ্বলতে দিই, তখন আমরা বিচক্ষণতা বৃদ্ধি পাই এবং ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও গভীর হয়। “তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক”(গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)।

আমি একজন বোনকে চিনি যিনি ধর্মোপদেশের সময় অধ্যবসায়ের সাথে নোট নেন। বাড়ি ফিরে আসার পর, তিনি তার বাইবেলের সেই পদগুলি পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য সময় বের করেন, ধীরে ধীরে পড়েন এবং আরও অধ্যয়ন করার জন্য মনোযোগ সহকারে চিন্তা করেন।

আমরা যদি প্রাথমিক খ্রিস্টানদের এই অভ্যাসটি গড়ে তুলি, তাহলে আমরাও মহৎ হৃদয়ের বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হব, বরকে খুশি করে এমন কনের মতো সজ্জিত হব।

আসুন আমরা শাস্ত্র অনুসন্ধান করি এবং বোধগম্যতা বৃদ্ধি করি!

**আসুন আমরা তাঁর
সত্যের গভীরে ডুব দেই,
তাঁর প্রতি আনন্দ করি,
এবং তাঁর বাক্যের ঐশ্বর্যে
নিজেদের আনন্দিত করি!**

শূন্য
থেকে

to

টেম্পোহিরো



বাস স্ট্যান্ডে লটারির টিকিট বিক্রি করা, বাসের ভেতরে ঘুমানো থেকে শুরু করে প্রচণ্ড সংগ্রাম এবং ঋণের বোঝায় জর্জরিত হওয়া পর্যন্ত... অসংখ্য জায়গায় ড্রাইভার হিসেবে কাজ করা এবং গভীর কষ্ট সহ্য করা... আজ, ভাই জেসুডোস ২৮টি টেম্পো ট্রাভেলার্সের গর্বিত মালিক, অসংখ্য কর্মী নিয়োগ করেন এবং তাদের মাসিক বেতন দেন। এত অসাধারণ উত্থানের পেছনের রহস্য জানতে চান? আমরা তার সাথে বসে তার অনুপ্রেরণা মূলক

ভাই, আপনি কি আপনার সম্পর্কে বলতে পারেন?

আমার নাম জেসুডোস। তিরুনেলভেলি জেলার একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। আমার বাবা-মায়ের ১২টি সন্তান ছিল -৯টি ছেলে এবং ৩টি মেয়ে। আমি ছেলেদের মধ্যে সবার বড়। আমার বাবা একজন ড্রাইভার হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৮৪ সালে, যখন আমি ৮ম শ্রেণীতে পড়তাম, তখন বাড়িতে চরম আর্থিক সংকটের কারণে আমাকে কাউকে না জানিয়ে অন্য শহরে চলে যেতে হয়েছিল। আমি মাসিক ₹৫০ বেতনে একটি লটারির টিকিটের দোকানে যোগদান করি। কিন্তু কয়েকদিন পরে, আমার নিয়োগকর্তার সাথে মতবিরোধের কারণে, আমি বাসের ভেতরে নিজেই টিকিট বিক্রি করা শুরু করি। বাসই আমার বাড়ি হয়ে ওঠে; আমি প্রতি রাতে সেখানেই ঘুমাতাম। আমি অনেক ড্রাইভার এবং কন্সট্রাক্টরের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, যারা আমার বন্ধু হয়ে ওঠে। আমার



অবস্থা শুনে, বাবা আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে সাহায্য করলেন। এর পরপরই, আমি গাড়ি চালানো শুরু করলাম। অবশেষে, আমি একই শহরে-কুড়ালোরে ফিরে আসি এবং মাসে ১৫০ টাকা বেতনে ড্রাইভার হিসেবে চাকরি পাই। ১৯৯০-৯১ সালে, আমি একজন দায়িত্ববান যানবাহন চালক হয়ে উঠলাম, একজন খ্রিস্টান মালিকের জন্য বাস চালাতাম।



ছোটবেলা থেকেই তুমি অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছো। তুমি কি বাস চালক হিসেবেই কাজ চালিয়ে গেছো?

১৯৯৫ সালে, আমার বিয়ে হয়। আমার স্ত্রীর নাম সুধা। আমাদের বিয়ের কয়েকদিন পর, আমার প্রাক্তন ড্রাইভিং ছাত্রদের কয়েকজন আমাকে ফোন করে বলল, “তুমি এখনও বাস চালাচ্ছ কেন? যদি তুমি একটি গাড়ি কিনে চেন্নাইতে আসো, তাহলে তুমি ভালো আয় করতে পারবে।” এতে আমার মধ্যে আরও বেশি আয় করার আকাঙ্ক্ষা জাগলো। দেরি না করে, আমি আমার স্ত্রীর সমস্ত গয়না বন্ধক রেখে একটি অ্যান্ড্রাসেডের গাড়ি কিনে ফেললাম,



এবং চেন্নাইতে চলে আসি, বাস থেকে গাড়িতে পরিবর্তন করি।

তুমি তোমার স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে চেন্নাই চলে এসেছিলে-সেখানে জীবন কেমন ছিল? তুমি কি ভালো আয় করেছো?

মোটেনো না। চেন্নাইয়ের জীবন আমার কল্পনার মতো ছিল না, এটা অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমি ৪,০০০ টাকার মাসিক খণের কিস্তিও দিতে পারছিলাম না। খাবার খুঁজে পেতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হচ্ছিল।

সেই দিনগুলো ছিল এক বিভীষিকাময় দিন ছিল। চাকরি পাওয়া কঠিন ছিল। প্রতিটি গাড়ির জন্য দশজন ড্রাইভার অপেক্ষা করত। আমার পাঁচটি বড়দিন নতুন পোশাক না কিনে কাটাতে হয়েছে। যদিও আমি একটি বড় পরিবার থেকে এসেছি, আমার পরিবারের কেউ সাহায্যের জন্য বা জিজ্ঞাসা করার জন্য কখনো হাত বাড়ায়নি। “আমরা কল্পনাভিত্তিক সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছি; শিক্ষা ছিল শেষ সীমা যা আমরা কখনও অতিক্রম করিনি।” এমন দিন ছিল যখন খাবারের জন্য ₹১০ টাকা খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। আমরা একটি ছোট ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, মাসে ৩০০ টাকা ভাড়া, সঠিক পোশাক বা খাবার ছাড়াই।

চেন্নাইয়ে অনেক কষ্ট করেছ। তুমি কীভাবে এর থেকে বেরিয়ে এলে?

খণের টাকা মেটাতে না পারার কারণে, আমি গাড়িটি বিক্রি করে আবার বাস চালানো শুরু করি। তারপর ট্যুরিস্ট বাস চালানোর চাকরি পাই। ২০০৪ সালে, আমি ৭০,০০০ টাকা দিয়ে একটি সেকেন্ড-হ্যান্ড টেম্পো ট্রাভেলার কিনেছিলাম। তারপর থেকে, আমি প্রতি বছর একটি গাড়ি কিনতে শুরু করি। ২০০৭ সালে, ঈশ্বরের সাহায্যে, আমি একটি একেবারে নতুন গাড়ি কিনেছিলাম এবং সরকারি স্বীকৃত “নেল্লাই কাসি ট্রাভেলস” নামে একটি কোম্পানি শুরু করি। আমার পাঁচটি গাড়ির মালিক হওয়ার আগে পর্যন্ত, আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি গাড়ি চালাতাম।



২০০৭ সাল থেকে, ঈশ্বর আমাকে আরও উঁচুতে তুলতে শুরু করেন। ২০১৯ সালের মধ্যে, নেপ্পাই কাসি ট্রাভেলস একটি সুপরিচিত নাম হয়ে ওঠে। আমি প্রভুর ভয়ে হাঁটতাম, এবং তিনি আমাকে উঁচুতে তুলে ধরেন।

এটা অসাধারণ - ঈশ্বর তোমাকে লটারির টিকিট বিক্রি থেকে একটি সম্পূর্ণ পরিবহন ব্যবসার মালিক করে তুলেছেন। এই উত্থানের পেছনের রহস্য কী বলে তুমি মনে করো?

প্রথমত, আমি ঈশ্বরের দেওয়া কাজটি দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিলাম। আমি প্রতিদিন ভোর ৪টায় ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করতাম। আমি পুরো বাইবেল দুবার পড়েছি। আমি দিনে ২০ ঘন্টা কাজ করতাম, রাতে মাত্র চার ঘন্টা ঘুমাতাম। পাঁচটি গাড়ির মালিক হওয়ার আগে পর্যন্ত আমি নিজেই গাড়ি চালাতাম। ব্যবসা বাড়ার সাথে সাথে আমি ড্রাইভার নিয়োগ করতে শুরু করি। আজ, ঈশ্বর আমাকে ২৮টি গাড়ির মালিক করেছেন। গড়ে, আমি প্রতি বছর ১০টি নতুন গাড়ি কিনি।

মূল কথা হলো: ঈশ্বর আমাকে তাঁর পরিচর্যায় সহায়তা করতে সাহায্য করেছেন। আমি জানতাম না যে ঈশ্বরের কাজকে সমর্থন করলে আশীর্বাদ পাওয়া যাবে, কিন্তু ঈশ্বর আমার হৃদয়ে সেই ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

তাই, আমি মাঝে মাঝে ₹১০,০০০, কখনো কখনো ₹৪০,০০০ অথবা ₹৫০,০০০ টাকা প্রতি মাসে উপহার হিসেবে দিতে শুরু করি। তবুও, আমরা মাসে ₹৫০০ টাকায় একটি সাধারণ ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। আমার কোন টাকা ছিল না।

জমির মালিক হওয়ার ইচ্ছা। আমার নিজের জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু আমি প্রথম যে জমিটি কিনেছিলাম তা ছিল একটি গির্জা তৈরি করার। পরের বছর - ২০১৩ - প্রভু আমাদের চেন্নাইতে আমাদের নিজস্ব বাড়ি দিয়েছিলেন।

এখনও, আমার কাছে এটা একটা রহস্যের মতো মনে হয় যে আমরা কীভাবে সেই বাড়িটি পেলাম। যখন আমরা ঈশ্বরের জন্য কিছু করি, তিনি আমাদের জন্য একশটি কাজ করবেন। আমাদের অবশ্যই তাঁকে খুঁজতে হবে। আমাদের অবশ্যই তাঁকে দান করতে হবে। এবং আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তবেই আমরা সফল হতে পারব। যখন আমরা কঠোর পরিশ্রম করি, তখন ঈশ্বর আমাদের হাতের পরিশ্রমকে আশীর্বাদ করবেন।



শক্তিশালী কথা - তুমি প্রভুকে উৎসর্গ করেছো এবং অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করেছো। এটাই তোমার উন্নতির পেছনের রহস্য। অবশেষে, আজকের তরুণদের সাথে তুমি কোন বার্তা ভাগ করে নিতে চাও?

প্রথমত, প্রভুর সন্ধান করো। প্রতিদিন প্রার্থনা করো। কঠোর পরিশ্রম করো। শুধু প্রার্থনা করলেই তোমার উন্নতি হবে না। ঈশ্বর যে পথ তোমাকে দেখিয়েছেন সেই পথে তোমাকে চলতে হবে। অনেকেই নানা ধরণের পরামর্শ দেবে। সবকিছু শুনো না। ঈশ্বর তোমাকে যে কাজ দিয়েছেন এবং যে ক্ষেত্রে তুমি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারো, তাতে দৃঢ় থাকো। যদি তুমি বিশ্বস্ত থাকো, তাহলে তুমি অবশ্যই উন্নতি করবে। একই সাথে, ঈশ্বরের রাজ্যকে সমর্থন করার জন্য আনন্দের সাথে দান করতে ইচ্ছুক থাকো। পরিচর্যাকে ভালোবাসো। যদি তুমি পরিচর্যাকে ভালোবাসো, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই তোমাকে আরও উন্নত করবেন!

উদ্দেশ্য পাকা যাত্রা

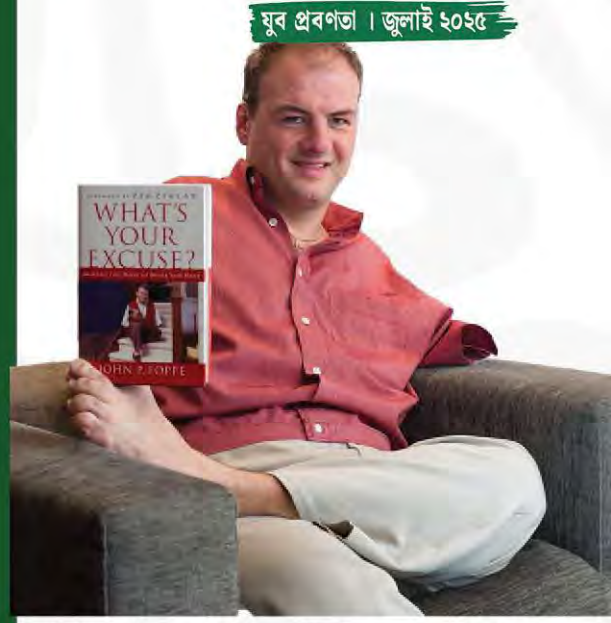
সকল তরুণ সাফল্যের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা!

এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের জীবনের একটি অনন্য উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষই সেই উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে এবং সফলতা অর্জন করে। অনেকেই তা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, বরং তাদের পরিস্থিতিকে দোষারোপ করে। তবুও, যে ব্যক্তি তাদের উদ্দেশ্য বোঝে এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এটিকে বিজয়ের সাফল্যে পরিণত করে, তার জীবন অন্যদের জন্য অনুসরণ করার জন্য একটি উদাহরণ হয়ে ওঠে। এমনই একটি অনুপ্রেরণামূলক জীবন এখন আপনার সামনে।

জন ফপের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। জন্ম থেকেই তার উভয় হাত ছিল না এবং তার বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা ছিল। তাকে পরীক্ষা করা ডাক্তাররা ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কখনই একজন সাধারণ মানুষের মতো বাঁচতে পারবেন না। কিন্তু জন এর বাবা-মা তাকে অটল বিশ্বাসের সাথে বড় করেছেন। তারা তাকে ঠিক ততটাই ভালোবাসতেন, যেমন অন্যান্য সন্তানদেরও ভালোবাসতেন।

১০ বছর বয়সে, জন তার দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য তার পা ব্যবহার করতে শুরু করে। ১৬ বছর বয়সে, হাইতি ভ্রমণের সময়, একটি ছোট ছেলে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু জন, যার কোনও বাছ ছিল না, সে আলিঙ্গন ফিরিয়ে দিতে পারছিল না। সেই মুহূর্তটি তার মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। এটিই তাকে তার জীবনের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে এবং অন্যদের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করার আকাঙ্ক্ষার মোড় নিতে পরিচালিত করেছিল।

জন পরবর্তীতে যোগাযোগ ও সামাজিক কল্যাণ বি.এসসি (যোগাযোগ) এবং এমএস ডব্লিউ (সামাজিক কল্যাণ -মাস্টার) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিখ্যাত বক্তা জিগ জিগলারের অধীনে প্রশিক্ষণও নেন এবং বিশ্বের ১৫টিরও বেশি দেশে প্রেরণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, তার “হোয়াটস ইওর এক্সকিউজ?” (আপনার অজুহাত কি) শীর্ষক বইটি ছয়টি ভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।



তিনি বর্তমানে সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল সোসাইটির একজন পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন, যেখানে তিনি অনেক অভাবী মানুষকে সাহায্য করে চলেছেন। জন লেখেন, রান্না করেন, এমনকি নিজের পা দিয়ে গাড়ি চালান - সবই স্বাধীনভাবে। তিনি কখনও নিজের অভাব নিয়ে চিন্তা করেন না বরং তার যা আছে তা দিয়ে অন্যদের অনুপ্রাণিত করেন: অদম্য আত্মবিশ্বাস। তিনি যেখানেই যান না কেন, যা নেই তার জন্য তিনি দুঃখ বহন করেন না, বরং তিনি যা করেন তাতে আত্মবিশ্বাস ছড়িয়ে দেন।

আজ, তিনি একজন বিশ্বমানের বক্তা হিসেবে পরিচিত।

প্রিয় পাঠক, যদি আমরা প্রথমে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের পরিস্থিতি নিয়ে অজুহাত খুঁজতে আর কখনও আটকে থাকব না। বরং, আমরা তাদের উর্ধ্ব উঠে লড়াই করব এবং জয়ী হব!



পুনর্জাগরণে তরুণ মানুষ

প্রভুর দ্বারা বলা শেষ দিনের লক্ষণগুলি আমাদের চোখের সামনেই ফুটে উঠছে। প্রেরিত ২ অধ্যায় আমাদের বলে যে কীভাবে যিরুশালেমে এক শক্তিশালী পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছিল, যেখানে গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেখান থেকে সুসমাচারের আগুন পৃথিবীর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈশ্বর এই আগুন বহন করার জন্য প্রেরিত, শিষ্য এবং আরও অনেককে ব্যবহার করেছিলেন। তাদের মধ্যে, তিনি বিশেষ করে তরুণদের ব্যবহার করতে বেছে নিয়েছিলেন। আমরা এখন পুনর্জাগরণের দিনে বাস করছি। যীশুর প্রত্যাবর্তন খুব কাছে। এবং এই পুনর্জাগরণের জন্য, ঈশ্বর তোমাদের যুবক-যুবতীদের দিকে তাকিয়ে আছেন।



**ঈশ্বর কেন পৌলকে ব্যবহার করেছিলেন?
কেন তাকে এমন পাত্র করে তুলেছিল যার
মাধ্যমে এত মহান উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে?**

দর্শন - চালিত যুবক

শৌল খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে দামাস্কাসে উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু পথে প্রভু তাঁর সাথে দেখা করলেন। “তিনি যখন দামাস্কাসে কাছাকাছি এলেন, তখন হঠাৎ স্বর্ণ থেকে এক আলো তাঁর চারপাশে জ্বলে উঠল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, যা তাকে বলছে, ‘শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে অত্যাচার করছ?’ প্রভু, আপনি কে?’ শৌল জিজ্ঞাসা করলেন। ‘আমি যীশু, যাকে তুমি অত্যাচার করছ,’ তিনি উত্তর দিলেন... কাঁপতে কাঁপতে এবং অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘প্রভু, আপনি আমাকে কী করতে বলছেন?’ ‘প্রভু তাকে বললেন, ‘উঠো এবং শহরে যাও, তোমাকে বলা হবে তোমাকে কি করতে হবে’” (প্রেরিত ৯:৩-৬)।

শৌল সুসমাচারের বিরোধিতা এবং যীশুর অনুসারীদের উপর অত্যাচার করার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড উৎসাহী ছিলেন। তবুও ঈশ্বর এই যুবককেই বেছে নিয়েছিলেন এবং পুনর্জাগরণের জন্য শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করেছিলেন। তার মাধ্যমে, পুনরুজ্জীবন সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের অনেক জাতির কাছে পৌঁছেছিল।



দামাস্কাসে পথে, প্রভু শৌলের কাছে এক উজ্জ্বল আলোয় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তার সাথে কথা বলেছিলেন। শৌল যীশুর এক ঐশ্বরিক দর্শন পেয়েছিলেন। তিনি প্রভুর ইচ্ছার কাছে নিজের জীবন সমর্পণ করেছিলেন। “আমি তোমাকে দেখাবো তোমাকে কি করতে হবে, ‘প্রভু তাকে বলেছিলেন (প্রেরিত ৯:৬)। যদিও পৌল গির্জা ধ্বংস করার চিন্তা নিয়ে বেরিয়েছিলেন, যীশুর সাথে দেখা করার পর, তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘প্রভু, আপনি আমাকে কী করতে বলেন?’”

সেই থেকে যীশু তাঁর কাছে বারবার আবির্ভূত হয়ে তাঁর পরিচর্যার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন (প্রেরিত ১৬)। করিন্থে যখন পৌল বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তখন প্রভু আবির্ভূত হয়ে তাকে শক্তিশালী করেছিলেন, বলেছিলেন, “ভয় পেও না। কথা বলতে থাকো; চূপ করে থেকো না” (প্রেরিত ১৮:৯)। যিরুশালেমের মন্দিরে প্রার্থনা করার সময়, পৌল এক দর্শন পেয়েছিলেন এবং আবার যীশুকে দেখতে পেয়েছিলেন (প্রেরিত ২২:১৭)। পৌল একজন যুবক ছিলেন যিনি ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছিলেন, এবং এই ধরনের যৌবনকেই প্রভু পুনর্জাগরণের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

একজন প্রার্থনাশীল যুবক

“তিন দিন ধরে তিনি অন্ধ ছিলেন এবং কিছুই খাননি বা পান করেননি” (প্রেরিত ৯:৯)। শৌল, যিনি একবার গির্জা ধ্বংস করেছিলেন এবং অনেক বিশ্বাসীকে হত্যা করেছিলেন, তিনি এখন শোক ও যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন, উপবাস ও প্রার্থনা করছিলেন। সেই দামাস্কাস শহরেই অননিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাকে দর্শনে দেখা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, “শৌল এখন প্রার্থনা করছেন এবং আপনার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছেন।” অননিয় যখন শৌলের সাথে দেখা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, “প্রভু যীশু, যিনি পথে তোমার কাছে দর্শন দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যাতে তুমি আবার দেখতে পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও” (প্রেরিত ৯:১৭)।

ঈশ্বর প্রার্থনারত যুবকদের উদ্দীপনায় ব্যবহার করেন। ইফিষীয় ৬:১৮ পদ জোর দিয়ে বলে, “সর্বপ্রকার প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্বসময়ে আত্মায় প্রার্থনা কর।” পৌল, তাঁর পরিচর্যা জুড়ে, প্রার্থনা-কষ্টে কষ্টভোগ করতে দেখা যায় যেমন প্রসবের সময় (গালাতীয় ৪:১৯)। তিনি উপদেশ দেন, “আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় আমার সাথে একত্রে প্রাণপণ চেষ্টা কর” (রোমীয় ১৫:৩২)।

প্রার্থনারত যুবক জন নক্সের মাধ্যমেই স্কটল্যান্ডে উদ্দীপনা এসেছিল। ইভান রবার্টস, যিনি মধ্যরাত থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত প্রার্থনা করেছিলেন, তার মাধ্যমেই ওয়েলসে পুনর্জাগরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রার্থনা ছাড়া কোন পুনরুজ্জীবন হতে পারে না। ঈশ্বরের জন্য যারা মহান জিনিস অর্জন করেছেন তারা সকলেই প্রার্থনা প্রবণ ছিলেন। পুনরুজ্জীবন কেবল তাদের মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে যারা প্রার্থনা করেন।

একজন যুবক যিনি সুসমাচার প্রচার করেছিলেন

পৌল দেরি করেননি - তিনি তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড উৎসাহের সাথে সুসমাচার প্রচার শুরু করেছিলেন (প্রেরিত ৯:২০)। যারা সক্রিয়ভাবে সুসমাচার প্রচার করেন তাদের মধ্যেই কেবল উদ্দীপনার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পৌল কেবল প্রার্থনা করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি সক্রিয়ভাবে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। তিনি এমনকি বলেছিলেন, “তবুও যখন আমি সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি গর্ব করতে পারি না,

“কারণ আমি যদিও সুসমাচার প্রচার করি,

তবু আমার শ্লাঘা করিবার কিছুই নাই; কেননা অবশ্য বহনীয় ভার আমার উপরে অপিত; ধিক্ আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না করি।” (১ করিন্থীয় ৯:১৬)।



প্রিয় তরুণরা, যদি তোমাদের সুসমাচার প্রচার করার শক্তি থাকে কিন্তু চূপ করে থাকো তাহলে তোমাদের উপর অভিষাপ নেমে আসতে পারে। পৌল এই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

একজন যুবক তার জীবন দিতে ইচ্ছুক

“আমি কেবল জানি যে প্রতিটি শহরে পবিত্র আত্মা আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে কারাগার এবং কষ্ট আমার জন্য অপেক্ষা করছে।” যদিও পৌল জানতেন যে যিরুশালেমের মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে, তিনি বলেছিলেন, “বন্ধন ও ক্লেশ আমার অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু আমি নিজ প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না (প্রেরিত ২০:২২-২৪)। তিনি বলেছিলেন, “আমি আমার জীবনকে আমার কাছে মূল্যহীন মনে করি যদি আমি কেবল দৌড় শেষ করতে পারি এবং প্রভু যীশু আমাকে যে কাজ দিয়েছেন তা সম্পন্ন করতে পারি।”

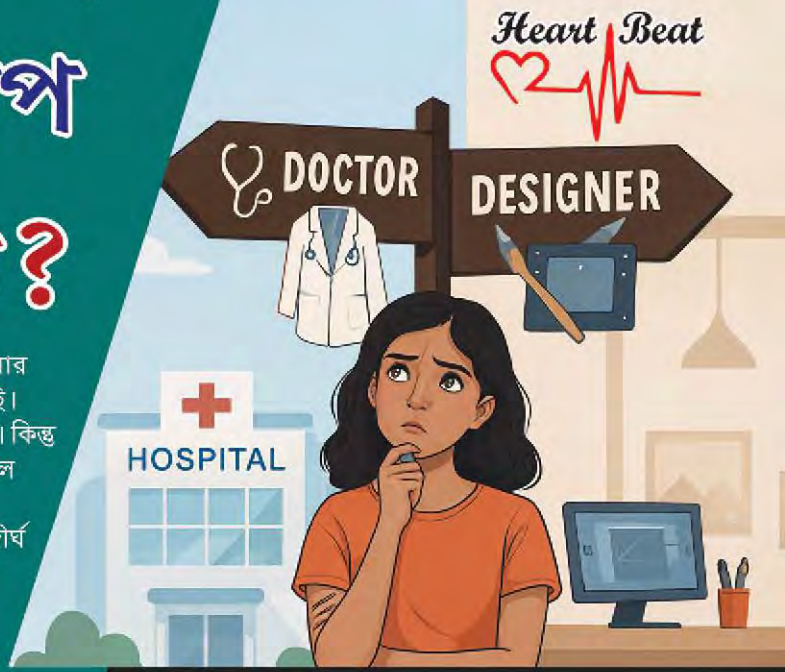
যখন তিনি যন্ত্রণা দেখেছিলেন, তখন তিনি পিছু হটেননি। যখন তাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি পিছু হটেননি। যখন তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি পিছু হটেননি। এই কারণেই ঈশ্বর তাকে পুনর্জাগরণের ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

প্রিয় তরুণরা, প্রভু এমন আবেগপ্রবণ যুবক-যুবতীদের খুঁজছেন যারা পুনর্জাগরণের আগুন ছড়িয়ে দেবেন। তিনি পৌলের মতো তরুণদের খুঁজছেন যারা অজুহাত দেখাবেন না, বরং বলবেন, “যিনি আমার জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন, আমি তাঁর জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত। যিনি আমার জন্য ক্রুশে রক্তপাত করেছেন, তাঁর জন্য আমি যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত।” তোমরা কি পৌলের মতো উঠে দাঁড়াতে প্রস্তুত!



স্টেথোস্কোপ অথবা স্কেচপ্যাড?

+২ বোর্ড পরীক্ষায় আমি মাত্র ৪১০ নম্বর পেয়েছি, আমার বাবা-মায়ের ৫০০+ নম্বরের তুলনায় আমি কম পেয়েছি। তাদের সবসময়ই স্বপ্ন ছিল আমাকে ডাক্তার হতে দেখা। কিন্তু আমার আগ্রহ কখনোই সেই পথের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। ডিজাইনিং, খেলাধুলা এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপের প্রতি আমার আগ্রহ। ডাক্তার হতে হলে দীর্ঘ ছয় বছর ধরে কোনও ধরনের বিনোদন ছাড়াই নিরলস পরিশ্রম করতে হবে, পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ থাকতে হবে। অন্যদিকে, যদি আমি ভিজুয়াল কমিউনিকেশন বেছে নিই, তাহলে আমি ডিজাইনিং পড়তে পারব এবং আমার সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষণ করতে পারব। কিন্তু আমার বাবা-মা জোর দিচ্ছেন যে আমি চিকিৎসার পথ বেছে নিই। আমার কী করা উচিত? দয়া করে সাহায্য করুন। – উমা, উটি।



প্রিয় বোন উমা, এটা স্পষ্ট যে তুমি তোমার কলেজের পড়াশোনা নিয়ে তোমার বাবা-মায়ের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছো। তারা যখন তোমাকে ডাক্তার হিসেবে দেখার স্বপ্ন দেখে, তখন তোমার মন ভিজুয়াল কমিউনিকেশনে পড়াশোনা এবং ডিজাইনিংয়ে ক্যারিয়ার গড়ার দিকে বদ্ধপরিবর্তন।

সকল পেশাতেই একটা কথা সত্য: সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রই হোক না কেন, মনোযোগী অধ্যয়ন অপরিহার্য। এটা বিশ্বাস করা ভুল যে কেবল একটি কোর্সে ভর্তি হলেই ন্যূনতম পরিশ্রম করে সফল হওয়া সম্ভব। এমনকি যদি তুমি ভিজুয়াল কমিউনিকেশন বেছে নাও, তবুও তোমাকে অবশ্যই তোমার পূর্ণ মনোযোগ এতে নিষ্কেপ করতে হবে। তবেই তুমি সত্যিকার অর্থে আলোকিত হতে পারবে।

ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি সফল ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে, ঘুম ত্যাগ করে, দিনরাত পরিশ্রম করে, এবং তাদের শিল্পে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে সফলতায় পৌঁছেছেন। তাই, এই ভাবনা যে কঠোর পরিশ্রম কেবল চিকিৎসা ক্ষেত্রেই প্রয়োজন, অন্য ক্ষেত্রে নয়, একটি গুরুতর ভুল। তুমি যে ক্যারিয়ারের পথই বেছে নাও না কেন, তুমি নিষ্ঠা, মনোযোগ এবং অধ্যবসায়ের সাথে আপস করতে পারবে না।

উমা, তোমার মানসিকতা প্রথমেই বদলাতে হবে। শুধু কোর্সটি সম্পর্কেই নয়, তুমি কোন দিকে এগোচ্ছ সে সম্পর্কেও স্পষ্টতা থাকা দরকার। ভিজুয়াল কমিউনিকেশন একটি মৌলিক কোর্স। সেখান থেকে, তুমি বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ হতে পারো। এর মধ্যে কয়েকটি হল:

- i) গ্রাফিক ডিজাইন
- ii) U 1/ U x নকশা
- iii) অ্যানিমেশন এবং মোশন গ্রাফিক্স
- iv) দৃষ্টান্ত

এগুলো অন্বেষণ করো এবং তোমার আকাঙ্ক্ষার সাথে কোনটি সবচেয়ে ভালোভাবে মিলে যায় তা শনাক্ত কর।

যখন তুমি তোমার বাবা-মায়ের সাথে তোমার আকাঙ্ক্ষার কথা বলো, তখন শান্তভাবে এবং ধৈর্য ধরে তা বলো। তোমার শিক্ষাগত শক্তি এবং সংগ্রাম সততার সাথে ভাগ করে নাও। ব্যাখ্যা করো কেন তোমার আগ্রহ এখানে নিহিত আছে ডিজাইনিং, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ক্ষেত্রের পরিধি



এবং সুযোগগুলি সম্পর্কে সু-গবেষিত জ্ঞানের মাধ্যমে তোমার আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন কর।

প্রতিটি বাবা-মায়ের মতোই, তোমার বাবা-মাও তোমার ভবিষ্যতের জন্য সর্বোত্তম চান। চিকিৎসা পেশার প্রতি তাদের জেদের মূলে রয়েছে ভালোবাসা এবং উদ্বেগ। সম্ভবত তারা ডিজাইনিংয়ের বর্তমান প্রবণতা এবং ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত নন।

তাদের ভয় স্বাভাবিক - তারা চিন্তিত যে যদি তুমি ভুল পথ বেছে নাও, তাহলে তোমার জীবন অনুশোচনা এবং কষ্টে ভরে যেতে পারে। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করাও গুরুত্বপূর্ণ।



করার জিনিস...

- ▶ তুমি যে ভিজুয়াল কমিউনিকেশন কোর্সটি করার পরিকল্পনা করছ তা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণা কর।
- ▶ গ্রাফিক ডিজাইনের সুযোগ অথবা তোমার পছন্দের ডিজাইন স্ট্রিম সম্পর্কে জানো। সুবিধা, ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা এবং চাকরির সুযোগ সম্পর্কে জানো।
- ▶ তোমার ফলাফল তোমার বাবা-মায়ের কাছে স্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপন করো।
- ▶ কেন তোমার +২ পরীক্ষায় সমস্যা হচ্ছিল এবং তোমার শিক্ষাগত পছন্দগুলো চিকিৎসাবিদ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা আলতো করে ব্যাখ্যা করো। তারা যখন তোমার কাছ থেকে আন্তরিকতার সাথে শুনবে, তখন সম্ভবত তারা বুঝতে পারবে।
- ▶ একই সাথে, যদি তুমি ভিজুয়াল কমিউনিকেশন কোর্সে ভর্তি হও, তাহলে প্রথম দিন থেকেই এটিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে ভুলবে না। যদি তুমি এটিকে মজা বা বিনোদনের মতো করে দেখো, তাহলে তোমার কিছুই অর্জন হবে না। তুমি কেবল নিরুৎসাহিত এবং হতাশ হবে।



যা করা উচিত নয়...

- ▶ যদি তোমার বাবা-মা এখনও তোমার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে না নেয়, তাহলে হতাশ হবে না।
- ▶ অনেক শিক্ষার্থী যখন তাদের স্বপ্নের পথ অনুসরণ করতে অক্ষম হয়, তখন হতাশা থেকে তারা জীবনের ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। কোনও পরিস্থিতিতেই সেই ফাঁদে পা দেবে না।
- ▶ তোমার বাবা-মা তোমার দিকটা বুঝতে না পারা পর্যন্ত ধৈর্য ধরো।
- ▶ উমা, সময়ের সাথে সাথে প্রায়শই বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের হৃদয় বুঝতে পারে এবং তাদের হৃদয় নরম করে। আশাবাদী এবং অধ্যবসায়ী থাকো...
- ▶ ডিজাইনিং পড়ার তোমার স্বপ্ন অবশ্যই সত্যি হবে। আর যাত্রার প্রতিটি ধাপে, যীশু তোমার সাহায্য এবং শক্তি হবেন। তোমার দুর্বলতা তোমাকে ভীত হতে দিও না। ভয় পেও না। বিশ্বাসে এগিয়ে যেতে থাকো।

শুভকামনা !!

নিজেকে লুকিয়ে রেখোনা



ঈশ্বর আমাদের যে প্রতিভা দিয়েছেন তা যদি আমরা বহির্বিশ্বের সামনে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা আমাদের জন্য নির্ধারিত আশীর্বাদগুলি – সম্পদ, উচ্চ পদ, প্রভাব এবং স্বীকৃতি – থেকে বঞ্চিত হতে পারি। যদি আপনি অপেক্ষা করেন, এই বিশ্বাসে যে পৃথিবী অবশেষে আপনার ক্ষমতা স্বীকৃতি দেবে এবং আপনাকে উন্নীত করবে, তাহলে আপনার হতাশার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যখন তোমার দক্ষতা এবং প্রজ্ঞা প্রদর্শনের সুযোগ আসে, তখন সেগুলিকে হাতছাড়া হতে দেবে না। সাহসের সাথে তাদের আলিঙ্গন কর এবং সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে পরিণত কর। তোমার প্রতিভা লুকিয়ে রাখবে না - বিশ্বের কাছে প্রদর্শন করুন!

“প্রতিভা” শব্দটি ঈশ্বর আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং উপহার উভয়কেই বোঝায়। কারও কারও কাছে এটি গান গাওয়ার, প্রার্থনা করার, প্রচার করার, অথবা অনন্য উপায়ে সেবা করার প্রতিভা হতে পারে। প্রতিটি ব্যক্তি প্রভুর কাছ থেকে বিভিন্ন উপহার পায় এবং তিনি চান যে আমরা সেগুলি তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করি। যোষেফ, যাকে মিশরে দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তিনি ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিভা ব্যবহার করেছিলেন এবং পোটিফারের বাড়িতে এবং পরে কারাগারে উভয়েরই অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন কেবল তাই নয়, তিনি যে ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার মাধ্যমে তিনি সমগ্র মিশরকে দুর্ভিক্ষের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন ফরৌণ যোষেফকে বলেছিলেন, “ঈশ্বর তোমাকে এই সমস্ত কিছু জানিয়ে দিয়েছেন, তাই তোমার মতো বিচক্ষণ ও জ্ঞানী আর কেউ নেই” (আদিপুস্তক ৪১:৩৯)। ঠিক যেমন যোষেফ ঈশ্বরের দেওয়া জ্ঞানকে তাঁর নামকে মহিমাযিত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, তেমনি তোমাদেরও তোমাদের প্রতিভা প্রভুর গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

যদি সে ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা এবং অধ্যবসায় করত, তাহলে সেও তার একটি প্রতিভা দ্বিগুণ করতে পারত। তার কাছে এটি করার সুযোগ এবং পরিবেশ ছিল। কিন্তু সে কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, সে শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিভাটিও হারাতে বাধ্য হয়েছিল। যখন তুমি তোমার প্রতিভাকে ঈশ্বরের রাজ্যের কল্যাণে ব্যবহার শুরু করবে - লুকিয়ে না রেখে - তখন তুমি তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখতে পাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার প্রিয় তরুণ বন্ধুরা, ঈশ্বর তোমার মধ্যে যে প্রতিভাগুলো রেখেছেন সেগুলো আবিষ্কার করো। সেগুলোকে কবর দিও না বা লুকিয়ে রেখোনা, বরং তাঁর গৌরবের জন্য সেগুলো ব্যবহার করার জন্য অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা করো। তুমি হয়তো ব্যবহার কীভাবে করতে হবে বুঝতে পারবে না। অন্যদের মতো - কিন্তু যখন তুমি প্রভুর দেওয়া অনন্য প্রতিভা অনুসারে কাজ শুরু করবে, তখন তুমি তোমার ভেতরে ইতিমধ্যেই থাকা উপহার, অনুগ্রহ এবং ক্ষমতার বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করতে শুরু করবে। মনে রাখবে, আমাদের প্রত্যেকেই প্রভুর কাছে আমাদের প্রদত্ত প্রতিভার জন্য দায়বদ্ধ। যেমন শাস্ত্র বলে, “যাহার আছে, তাহাকে দেওয়া যাইবে, ও তাহার বাহুল্য হইবে; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে।

ঈশ্বর তোমাকে যা দিয়েছেন তা ব্যবহার করো - বিশ্বস্ততার সাথে, নিষ্ঠাকতার সাথে এবং ফলপ্রসূভাবে।

আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, প্রতি মাসে, “আমি একজন প্রার্থনা যোদ্ধা” এই বিষয়ের অধীনে আমরা প্রার্থনার বিভিন্ন দিক অন্বেষণ করে আসছি। গত মাসে, আমরা “ইষ্টের উপবাস প্রার্থনা” এবং এর শক্তিশালী ফলাফল নিয়ে ধ্যান করেছি। এই মাসে, আসুন আমরা যুদ্ধ প্রার্থনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করি। যুদ্ধ প্রার্থনা কেবল ঈশ্বরের কাছে অনুরোধের একটি তালিকা উপস্থাপন করা নয়। বরং, এটি ঈশ্বরের সামনে তাঁর শক্তিতে অটল বিশ্বাসের সাথে একটি বিষয় উপস্থাপন করা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে এর জন্য লড়াই করা।

যাকোবের প্রচলিত প্রার্থনা

যাকোবের জীবন ছিল অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। গর্ভ থেকেই তিনি তার ভাই এষৌর সাথে লড়াই করেছিলেন। প্রথমজাত সন্তানের জন্মগত অধিকারের জন্য তিনি তার বাবার সাথে লড়াই করেছিলেন। পরে, তিনি যে নারীকে ভালোবাসতেন তাকে বিয়ে করার জন্য চৌদ্দ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সংগ্রামের চেয়েও বড় ছিল সেই রাতটি যে রাতে যাকোব স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে লড়াই করেছিলেন!

এই গভীর প্রার্থনার রাতের আগে, যাকোব তখনও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু তিনি একটা বিষয় জানতেন যে ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে এষৌ তাকে হত্যা করতে চলেছেন, তখন তিনি তার বাড়ি থেকে পালিয়ে তার কাকা লাবনের বাড়িতে যাওয়ার পথে বিশ্রাম নিতে থামলেন। সেই রাতে, তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীকে সংযুক্ত করে একটি সিঁড়ি স্বপ্নে দেখলেন, যেখানে দুতেরা উঠছেন এবং নামছেন। ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি গভীর সচেতনতা নিয়ে জেগে উঠলেন।

যাকোব ২০ বছর ধরে লাবনের বাড়িতে ছিলেন। তিনি লাবনের দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, সন্তান-সন্ততি লাভ করেছিলেন এবং ধনী হয়েছিলেন। অবশেষে, তিনি তার নিজের দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি আসার সাথে সাথে, তার ভাই এষৌর সাথে দেখা করার চিন্তা তাকে ভয়ে ভরিয়ে তোলে।

“যাকোব উঠে তাঁর দুই স্ত্রী দুই দাসী এবং এগারো পুত্রকে নিয়ে যকোবের ঘাট পার হলেন” (আদিপুস্তক ৩২:২২)। যকোব হল আদিপুস্তকে উল্লিখিত নদীগুলির মধ্যে একটি। এই নদীর তীরেই যাকোব ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন - এমন একটি মুহূর্ত যা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনার সাক্ষাতের মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়।

“যাকোব একাই রইলেন, আর একজন পুরুষ ভোর পর্যন্ত তার সাথে মল্লযুদ্ধ করলেন। যখন সেই পুরুষ দেখলেন যে তিনি তাকে পরাজিত করতে পারছেন না, তখন তিনি যাকোবের উরুসন্ধির জঙ্ঘা স্পর্শ করলেন, তাতে তার উরুসন্ধি মুচড়ে গেল” (আদিপুস্তক ৩২:২৪-২৫)।

নদীর ধারে এক ব্যক্তি একা যাকোবের সাথে দেখা করে এবং ভোর পর্যন্ত তার সাথে মল্লযুদ্ধ করে। যাকোব দমে যাননি। এমনকি যখন সকাল হওয়ার কারণে তাকে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, তখনও তিনি ধরে রইলেন এবং চিৎকার করে বলল, “তুমি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি তোমাকে যেতে দেব না!” (আদিপুস্তক ৩২:২৬)। সেই অবিচল প্রার্থনা এক বিরাট আশীর্বাদ নিয়ে এসেছিল।

কর্তৃত্বকারী প্রার্থনা

যেহেতু যাকোব ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন, তাই প্রভু তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, “তোমার নাম আর যাকোব নয়, বরং ইস্রায়েল হবে, কারণ তুমি ঈশ্বরের সাথে এবং মানুষের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ” (আদিপুস্তক ৩২:২৮)।

এইভাবে, যাকোব উত্তরাধিকারসূত্রে ইস্রায়েল নামটি পেয়েছিলেন (আদিপুস্তক ৩২:২৬)। তিনি মল্লযুদ্ধ করেছিলেন, কাঁদতেন এবং তার জীবনের আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। যদি যাকোব এই তীব্র প্রার্থনা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতেন, তাহলে ইস্রায়েল জাতির জন্ম হয়তো কখনও হত না।

যকোব নদীর ধারে এই যুদ্ধ প্রার্থনার মাধ্যমেই প্রতারক একজন ঐশ্বরিক রাজপুত্র হয়ে ওঠে। মল্লযুদ্ধ সেই এক রাত এষৌর সাথে পুনর্মিলনের পথ প্রশস্ত করে। বছরের পর বছর ধরে বিচ্ছিন্ন থাকা ভাইয়েরা আনন্দে পুনরায় মিলিত হয়েছিল। কী এক গৌরবময় মুহূর্ত!

বাইবেল এমন অনেক ব্যক্তির কথা লিপিবদ্ধ করে যারা প্রচলিত প্রার্থনায় প্রার্থনা করেছিলেন

- মোশি প্রার্থনা করলেন এবং জলের জন্য পাথরে আঘাত করলেন; ঈশ্বর এক অলৌকিক ঘটনা দিয়ে সাড়া দিলেন, এবং জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হল (যাত্রাপুস্তক ১৭:১১)
- শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে দায়ুদ প্রভুকে ডাকলেন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করলেন (গীতসংহিতা ৫০:১৫)।

ঈশ্বরের প্রিয় সন্তানেরা,

রাতের নিশ্চিন্তায় প্রার্থনা করা - যেখানে আপনি ঈশ্বরের সাথে মল্লযুদ্ধ করেন - আপনার জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনবে। ঠিক যেমন যাকোব ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন, “তুমি আমাকে আশীর্বাদ না করলে আমি তোমাকে যেতে দেব না,” এবং তার সাফল্য লাভ করেছিলেন, তেমনি আপনাকেও আপনার আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনায় লড়াই করতে হবে। যিনি যাকোবের নামকরণ করেছেন ইস্রায়েল। অবশ্যই তোমাকে একজন মহান আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করবে। তোমার প্রচেষ্টা বিজয়ের সাথে উজ্জ্বল হবে!

পুনরুজ্জীবনের বীজ



মেরি ম্লেসর

হ্যালো, পুনরুজ্জীবন যোদ্ধা! গত মাসে, আমরা জেমস চার্মসের মিশনারি কাজ এবং কীভাবে তিনি খ্রিস্টের জন্য শহীদ হয়েছিলেন সে সম্পর্কে শিখেছি। এই মাসে, আসুন আমরা স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী একজন অসাধারণ মহিলা মিশনারির জীবন যাত্রা করি, যিনি খুব অল্প বয়সেই যীশুর প্রেম অনুভব করেছিলেন এবং সাহসের সাথে নাইজেরিয়ার ক্যালাবারে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে আগে কোনও ইউরোপীয় পা রাখেনি। ভাবছেন তিনি কে হতে পারেন?

তিনি আর কেউ নন, মেরি ম্লেসর, ১৮৪৮ সালের ২রা ডিসেম্বর স্কটল্যান্ডের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একজন প্রচণ্ড মদ্যপ ছিলেন এবং বাড়ির কষ্টের কারণে, মেরি তার পরিবারকে সাহায্য করার জন্য ১১ বছর বয়সে একটি কারখানায় কাজ শুরু করেন। তিনি দিনের বেলা পরিশ্রম করতেন এবং পড়াশোনার জন্য রাতের স্কুলে পড়তেন। একজন বয়স্ক মহিলার বার্তার মাধ্যমে যীশুকে তার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার পর, তিনি যেখানেই যেতেন কেবল তার স্কুলের বইই নয়, বাইবেলও বহন করতে শুরু করেছিলেন, প্রভুর প্রতি গভীরভাবে ভালোবাসায় তিনি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিলেন।

মেরির মা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান মহিলা যিনি প্রায়শই তার সন্তানদের একত্রিত করতেন এবং তাদের সাথে যীশুর প্রতি ভালোবাসা এবং আফ্রিকার অগণিত শিশুরা কীভাবে এর কথা কখনও শোনেনি সে সম্পর্কে কথা বলতেন। এই গল্পগুলি মেরির তরুণ হৃদয়ে মিশনের জন্য বোঝা জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি প্রায়শই তার মাকে বলতেন, “মা, আমি একজন মিশনারি হতে চাই এবং আফ্রিকান শিশুদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নিতে চাই।”

মেরি ১৪ বছর ধরে কারখানায় কাজ করেছিলেন, দিনে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করেছিলেন এবং প্রতিটি অবসর সময় প্রভুর জন্য যা কিছু করতে পারতেন তা করার জন্য ব্যয় করেছিলেন। আফ্রিকা তার চোখের সামনে ক্রমাগত ভেসে বেড়াচ্ছিল, যেন একটি দৃষ্টি তাকে ডাকছে।



আফ্রিকার মহান ধর্মপ্রচারক ডেভিড লিভিংস্টোনের মৃত্যুর পর, কে তার মিশন পরিচালনা করবে তা জানতে একটি ফোন কল পাঠানো হয়েছিল। মেরি এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তার মাকে তার যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান। তার মা আনন্দের সাথে রাজি হন। মেরি মিশনারি বোর্ডকে চিঠি লিখেছিলেন এবং তার আবেদন গৃহীত হয়েছিল। তাকে আফ্রিকার ক্যালাবারে সেবা করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১৮৭৬ সালে, মেরি ম্লেসর আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শহরে এবং সেখানে চার বছর ধরে সেবা করেন। তিনি স্থানীয় ভাষা শিখেছিলেন, আফ্রিকান শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন - বিশেষ করে মেয়েদের সাথে এবং তাদের বিশ্বাস অর্জন করেন। মাত্র তিন বছরের মধ্যে, তিনি বারবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং তিনি ডিউক নামক একটি উপকূলীয় শহরে অবতরণ করেন যা ধুলোবালি, গুরু আবহাওয়ার কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সাহারার



হারমার্টান বাতাস। তবুও, তার ভেতরে আফ্রিকার জঙ্গলের আরও গভীরে সুসমাচার বহন করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জ্বলে উঠেছিল যেখানে লোকেরা কখনও খ্রিস্টের কথা শোনেনি।

মেরি শীঘ্রই বুঝতে পারলেন কেন আফ্রিকাকে “অন্ধকার মহাদেশ” বলা হত। এই অঞ্চলটি পাপ, নিষ্ঠুরতা এবং নোংরামিতে পরিপূর্ণ ছিল। দাস ব্যবসা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল – পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের বিনা দয়ায় বন্দী করা হত, দাস হিসেবে বিক্রি করা হত। এবং পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করা হত। যমজ সন্তানের জন্ম হলে, লোকেরা বিশ্বাস করত যে তাদের মধ্যে একজন “শয়তান সন্তান” এবং মা একটি গুরুতর পাপ করেছেন। ফলস্বরূপ, উভয় শিশুকে প্রায়শই বন্য পশুদের দ্বারা গ্রাস করার জন্য বনে ফেলে দেওয়া হত।

মেরি এই লোকদের কুঁড়েঘরে বাস করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন, তাদের খাবার খেতেন; মাছ, আলু এবং ফল। তিনি তাদের জন্য পোশাক সেলাই করতেন, তাদের পড়তে এবং লিখতে শেখাতেন এবং একজন শিক্ষক, নার্স এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কাজ করতেন। যখন বিরোধ দেখা দিত, তখন তিনি একজন মায়ের মতো তাদের মীমাংসা করতেন, করুণা এবং ন্যায্যতার সাথে লোকদের নেতৃত্ব দিতেন। এই কারণে, তারা তাকে “মা” বলে ডাকতে শুরু করে এবং তিনি “মা স্লেসর” নামে পরিচিত হন।

আফ্রিকার অন্তঃস্থলে পৌঁছানোর এক অদম্য আবেগে উদ্ভুদ্ধ হয়ে, মেরি তিন আফ্রিকান ছেলে, একটি অল্পবয়সী মেয়ে এবং একটি শিশুকে নিয়ে জঙ্গলে ভ্রমণ করেছিলেন। তারা যে গ্রামে পৌঁছেছিলেন, সেখানে তিনি লোকদের পোশাক পরিয়েছিলেন, তাদের পড়তে এবং সেলাই করতে শেখাতেন এবং তাদের বীণ সম্পর্কে গল্প বলতেন। প্রায়শই, তিনি উপজাতি দ্বন্দ্বের মধ্যস্থতা করার জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতেন। তার বিচার এতটাই বিজ্ঞ এবং ন্যায্য ছিল যে স্থানীয়রা স্বেচ্ছায় সেগুলি গ্রহণ করত এবং মেনে চলত। যখন এই অঞ্চলগুলি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে, তখন মেরিকে একজন সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি অর্জন করেছিলেন স্নেহপূর্ণ উপাধি “দ্য হোয়াইট কুইন”!

মেরি স্থানীয়দের মতোই সরল জীবনযাপন বেছে নিয়েছিলেন। তিনি যমজ সন্তান, অনাথ এবং উদ্ধারকৃত দাসদের রক্ষা করেছিলেন। তিনি নরমাংসভোজী উপজাতিদের মধ্যে এবং যেখানে দাস ব্যবসা এখনও সমৃদ্ধ ছিল সেখানে নিষ্ঠুরভাবে কাজ করেছিলেন, তার নিরাপত্তার জন্য সামান্যতম চিন্তা না করে। এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও, তিনি তার মিশনের প্রতি আগ্রহী ছিলেন – সাইকেলে ভ্রমণ, গ্রাম পরিদর্শন এবং কখনও কখনও যখন তিনি আর হাঁটতে পারতেন না তখন তাকে চেয়ারে করে বহন করা। এই সবকিছুর মধ্যেও, তিনি আফ্রিকান জনগণকে ভালোবাসতে এবং তাদের সেবা করতে থাকেন।

ব্রিটিশ সরকার পরবর্তীতে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত করে, যা তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা বিচারক করে তোলে। তিনি এই উচ্চ সম্মানকে নিজের গৌরবের জন্য নয় বরং আফ্রিকান আদিবাসী এবং ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কাছে খ্রিস্টের সাক্ষ্য দেওয়ার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

মেরি স্লেসর আর কখনও তার জন্মভূমিতে ফিরে আসেননি। তিনি তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আফ্রিকাতেই ছিলেন। অটল নির্ভর সাথে খ্রীষ্টের সেবা করেছিলেন। দুর্বলতা, বয়স বা অসুস্থতা কোনও কিছুই তাকে বাধা দিতে পারেনি। শয্যাশায়ী থাকা সত্ত্বেও, তিনি প্রার্থনা চালিয়ে যান। তার চিন্তাভাবনা সর্বদা স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ ছিল। অবশেষে, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯১৫ সালে, তিনি রাজাদের রাজার মহিমাম্বিত উপস্থিতিতে প্রবেশ করেন।

প্রিয় তরুণ পাঠক!

মেরি ছিলেন একজন সাধারণ নারী - কিন্তু খ্রীষ্টের সাথে দেখা হওয়ার পর, তিনি সাহসের সাথে এক সম্পূর্ণ বিদেশী মহাদেশে পা রেখেছিলেন যা বিপদ, অজানা ভাষা, অপরিচিত খাবার, বন্য প্রাণী এবং বিপজ্জনক মানুষের ভরা ছিল। তবুও, তিনি তাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন এবং অনেক আত্মাকে খ্রীষ্টের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এরকম অনেক মিশনারি ভারতের মতো বিশাল দেশে এসেছিলেন, স্থানীয় ভাষা শিখেছিলেন, পরিচর্যা করেছিলেন, অগণিত আত্মাকে যীশুর দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি শহীদ হিসেবেও মারা গিয়েছিলেন। আজ, আমরা ১.৪৮ বিলিয়ন মানুষের একটি দেশে বাস করি। আমরা কী ত্যাগ স্বীকার করতে যাচ্ছি?

আসুন আমরা চিন্তা করি, কাজ করি।

এটা নীরবতার সময় নয়.....

এটা বীজ বপনের সময়!

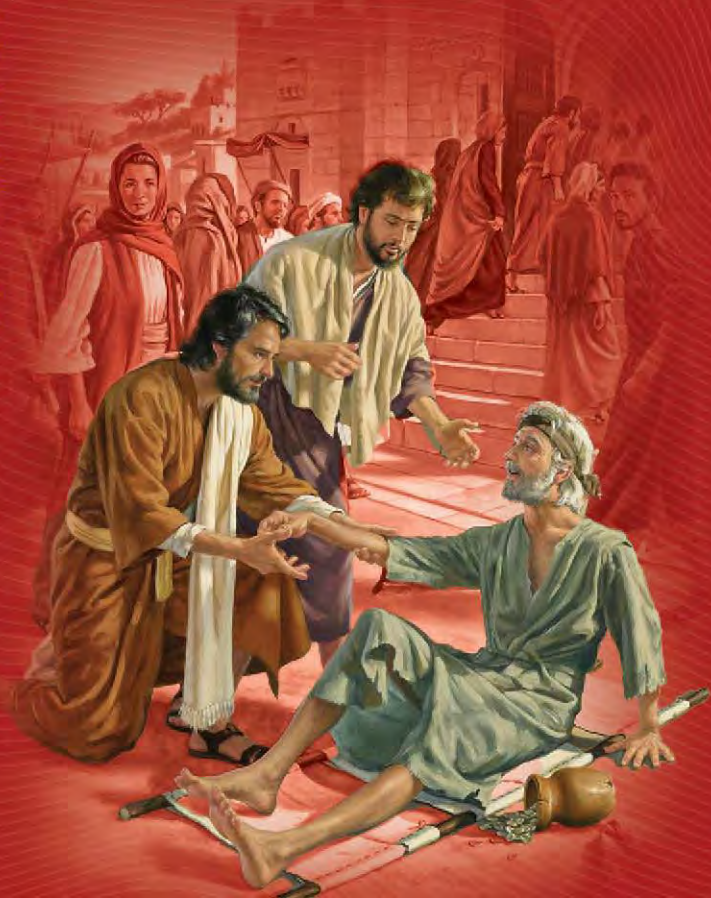
চাঞ্চল্যকর

খবর!

হ্যালো বন্ধুরা! কেমন আছো সবাই? “চাঞ্চল্যকর খবর” শিরোনামের এই সিরিজের মাধ্যমে আবারও তোমাদের সাথে দেখা করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। প্রতি মাসে, আমরা যীশু খ্রিস্টের সন্তানদের মাধ্যমে তাঁর ঐশ্বরিক অলৌকিক কাজ প্রত্যক্ষ করছি - যা আজও তার জীবিত থাকার অকাট্য প্রমাণ!

আমরা কি এই মাসে ঘটে যাওয়া এমন একটি অলৌকিক ঘটনাটি একবার দেখে নেব?

অপেক্ষা করো... অপেক্ষা করো...! তার আগে, আসুন বাইবেলের একটি শক্তিশালী ঘটনা আবার স্মরণ করি। প্রেরিত ৩ অধ্যায়ে আমরা পিতর এবং যোহনের প্রার্থনা করার জন্য মন্দিরে যাওয়ার কথা পড়ি। সেখানে, জন্ম থেকেই খোঁড়া একজন লোক তাদের কাছে ভিক্ষা চাইছিল। তারা তার দিকে তাকিয়ে বল, “আমার কাছে রূপা ও সোনা কিছুই নেই, কেবল নাসরতীয় যীশু খ্রিস্টের নামে, উঠে হেঁটে বেড়াও।” তারা তার হাত ধরে তাকে উপরে তুলল, আর তার পা ও গোড়ালি শক্তিশালী হয়ে উঠল। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, হেঁটে চলল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করল! আমাদের দিনেও কি এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটে কিনা তা নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করি, তখন আফ্রিকা থেকে এক আশ্চর্যজনক খবর আমাদের কাছে আসে! মিশনারি রেইনহার্ড বনকে প্রায়শই নিজের মনে ভাবতেন, “আজও কি এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটে? জন্মগতভাবে খোঁড়া মানুষ কি সত্যিই যীশুর নাম উচ্চারণ করলে উঠে হাঁটতে পারে, যেমনটি প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে ঘটেছে?” যদিও তিনি তার মিশনারি যাত্রার সময় বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তবুও তিনি ভিড়ের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে এবং শক্তিশালীভাবে প্রভুকে আশ্চর্যকাজ করতে দেখার জন্য আকুল ছিলেন। এটি তার গভীর প্রার্থনা এবং আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছিল।



এই ইচ্ছাকে সামনে রেখে, বনকে একটি বিশাল নিরাময় অভিযানের আয়োজন করেন, একজন বিখ্যাত প্রচারককে পরিচর্যার জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রথম সন্ধ্যায়, প্রাঙ্গণটি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু বনকে হতাশ হয়ে, প্রচারক অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা না করেই সভাটি শেষ করেন, পরিবর্তে ঘোষণা করেন যে পরের সন্ধ্যায় নিরাময় প্রার্থনা করা হবে।

পরের দিন সন্ধ্যায় আরও বেশি সংখ্যক জনতা জড়ো হল। জনসমাগমে উত্তেজিত হয়ে, বনকে তার গাড়িতে করে প্রচারককে আনতে রওনা দিলেন। কিন্তু ঠিক তখনই, প্রচারক বললেন, “পবিত্র আত্মা আমাদের বাড়ি ফিরতে পরিচালিত করছেন,” এবং তিনি স্থানটি ছেড়ে চলে গেলেন। বনকে কান্নায় স্থিয়ারিং হইলের উপর পড়ে গেলেন। “প্রভু,” তিনি চিৎকার করে বললেন, “এত বিশাল অনুষ্ঠান আয়োজনের পর, আপনি কীভাবে এটি ঘটতে দিলেন? যদি আপনি একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটতে চান, তাহলে আপনাকে নিজেই নেমে আসতে হবে!”

হঠাৎ সাহসের এক ঢেউ তাকে নেতৃত্ব দিতে উৎসাহিত করে। মঞ্চে বক্তৃতা শুরু করার সাথে সাথেই তিনি পবিত্র আত্মার এক শক্তিশালী প্রেরণা অনুভব করেন।

সভার শেষে, তিনি সমস্ত অন্ধ ব্যক্তিকে দাঁড়াতে ডাকেন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করেন। সাহসের সাথে ঘোষণা করেন, “অন্ধদের চোখ খুলে যাক!” - কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে, পাঁচজন অন্ধ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি!” বনকে এবং সমগ্র জনতা উভয়ই অবাক হয়ে যায়।

শুধু এখানেই শেষ নয়। ভিড়ের মধ্যে একজন মা, কী ঘটেছে তা দেখে, তার কাছে ছুটে এসে তার খোঁড়া শিশুটিকে তার হাতে তুলে দিয়ে প্রার্থনা করতে বললেন। শিশুটির পা দুর্বল এবং ঝুঁচকে যাওয়া দেখাচ্ছিল। বনকে প্রার্থনায় উচ্চস্বরে বললেন, “যীশুর নামে, এই পাগুলো

সুস্থ হোক!” তিনি কিছু বুঝতে না পেরে ঘটনাক্রমে শিশুটিকে তার হাত থেকে পিছলে যেতে দিলেন। যমুনাগায়, তিনি নীচের দিকে তাকালেন - কিন্তু তার জন্য যা অপেক্ষা করছিল তা ছিল এক অলৌকিক ঘটনা!

বাচ্চাটির পা শক্ত হয়ে গেল, এবং সে হাঁটতে শুরু করল!

কাঁদতে কাঁদতে, বনকে মুখ ফিরিয়ে প্রভুর কাছে ফিসফিসিয়ে বললেন, “ঐ প্রচারককে বাড়িতে পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। আমাকেও ব্যবহার করার জন্য ধন্যবাদ। আমি তোমার প্রশংসা করি, প্রভু!”

দেখো বন্ধুরা! এটা কি আশ্চর্যজনক নয়? ঠিক যেমন ঈশ্বর পিতর এবং যোহনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তেমনি তিনি বনকের হাত দিয়ে এক বিরাট অলৌকিক কাজ করেছিলেন। আমাদের ঈশ্বর এখনও নির্ধারিত সময়ে আমাদের হাত দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম। তিনি আমাদের কাছে যা চান তা হল নিজেদের সমর্পণ করা এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করা। আসুন আমরা তাঁর ঐশ্বরিক উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত এবং উপলব্ধ থাকি!



প্রার্থনা নির্দেশিকা জুলাই ২০২৫

- ১ প্রতি বছর, প্রায় ১৩ লক্ষ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। আসুন আমরা এই ধরনের মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রার্থনা করি।
- ২ ৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী শিশু এবং তরুণদের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন, যারা প্রায়শই সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হন।
- ৩ আসুন আমরা দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত পরিবারগুলির জন্য প্রার্থনা করি যারা বাবা-মা, সন্তান বা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন যাতে প্রভু তাদের সান্ত্বনা, নির্দেশনা এবং জীবন্ত রাখেন।
- ৪ মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণে অনেক দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করা হোক।
- ৫ আমরা যেন প্রত্যেকে একজন সং শমরীর মতো হই - দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তিদের তাদের জীবনের জন্য লড়াই করতে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকি, অন্যদের প্রতি করুণা এবং ভালোবাসার সাথে আচরণ করি। এই করুণার মনোভাব বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি।
- ৬ আসুন আমরা বিভিন্ন দেশে শিশুশ্রমে আটকে পড়া শিশুদের উদ্ধারের জন্য এবং আধুনিক দাসত্বের এই রূপটি বিলুপ্ত করার জন্য শক্তিশালী আইনী পদক্ষেপের জন্য প্রার্থনা করি।
- ৭ পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে শ্রমে বাধ্য হওয়া এবং পালানোর কোনও উপায় না থাকায় আটকে পড়া শিশুদের জন্য মধ্যস্থতা করুন যাতে তাদের মুক্তি এবং পুনরুদ্ধার করা যায়।
- ৮ সরকার এবং মানবিক সংস্থাগুলি যাতে খুব অল্প বয়সেই তাদের আনন্দ, শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং পরিবার কেড়ে নেওয়া শিশুদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সমাধান খুঁজে বের করে, সেই জন্য প্রার্থনা করুন।
- ৯ আসুন আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করি যারা শিশুদের উপর নির্যাতন করে - তাদেরকে কঠোর শ্রম বা যৌন শোষণে বাধ্য করে এবং যন্ত্রণা দেয় যাতে তারা অনুতপ্ত হয় এবং এই নিষ্পাপ জীবনগুলিকে মুক্তি দেয়।
- ১০ ঈশ্বরের হাত প্রতিটি শিশুর উপর নেমে আসুক - তাদের স্পর্শ করার, রক্ষা করার এবং জীবনের মধ্য দিয়ে নিরাপদে পরিচালিত করার জন্য। শিশুদের উপর ঐশ্বরিক সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ১১ আমাদের জাতীয় সীমান্ত পাহারার ২,৬০,০০০ সৈন্যের মুক্তি এবং ঐশ্বরিক সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।
- ১২ আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে আমাদের দেশের সৈন্যরা তাদের কর্তব্য পালনের সময় বিচারবুদ্ধিতে প্রজ্ঞা এবং স্পষ্টতা লাভ করবে।
- ১৩ সকল যুদ্ধ উত্তেজনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাক এবং জাতিগুলির মধ্যে শান্তি, ঐক্য এবং সম্প্রীতি বিরাজ করুক, সেই জন্য প্রার্থনা করুন।



14 ভারতীয় সেনাবাহিনী যাতে শক্তিশালী হয় এবং প্রতিটি সৈনিক যাতে সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের কর্তব্য পালন করে, তার জন্য প্রার্থনা করুন।

15 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে সেবায় নিয়োজিত সকলে যেন সত্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভয়ের সাথে কাজ করে।

16 ভারতের ৫,০০,০০০ গির্জার জন্য প্রার্থনা করুন যাতে তারা বৃদ্ধি পায়, সমৃদ্ধ হয় এবং পুনরুজ্জীবনের আগুনে জ্বলতে পারে।

17 প্রার্থনা করুন যে ভারত জুড়ে গির্জাগুলি একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক আগরণের জন্য প্রস্তুত এবং স্থির থাকবে।

18 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে প্রতিটি গির্জা আত্মা জয়কারী গির্জা হয়ে উঠবে এবং যুবকরা সুসমাচারের নিবেদিতপ্রাণ পরিচারক হিসেবে উঠে আসবে।

19 ঈশ্বরের রাজ্যের অগ্রগতির জন্য সারা দেশের গির্জা এবং পরিচারকরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুক। হৃদয় এবং উদ্দেশ্যের একতার জন্য প্রার্থনা করুন।

20 প্রার্থনা করুন যেন মিথ্যা মতবাদ গির্জাগুলিতে অনুপ্রবেশ না করে এবং বিশ্বাসীদের প্রতারণিত না করে, এবং ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শাসন সকল মণ্ডলীতে বিরাজ করে।

21 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে ভারত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাক এবং দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হোক।

22 দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য মধ্যস্থতা করুন যাতে তাদের জীবিকা উন্নত হয় এবং তাদের জীবন পরিবর্তিত হয়।

23 ভারতের ৬০% এরও বেশি যুবসমাজের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন - যাতে তারা ব্যক্তিগতভাবে প্রভুকে জানতে পারে।

24 আসুন আমরা সেইসব যুবকদের জীবনের দিকনির্দেশনা এবং রূপান্তরের জন্য প্রার্থনা করি যারা দৃষ্টি বা উদ্দেশ্য ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

25 ভারতের শিশুদের মুক্তির জন্য এবং তাদের মধ্যে এক শক্তিশালী পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রার্থনা করুন।

26 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন সুসমাচার ভারতের ২,৭১৭টি জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায় এবং প্রতিটি উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য।

27 ভারত জুড়ে ৬,৬৪,০০০ গ্রামে এক মহান আগরণের জন্য মধ্যস্থতা করুন যেখানে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করবে।

28 ভারতের ৫৫৩টি আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।

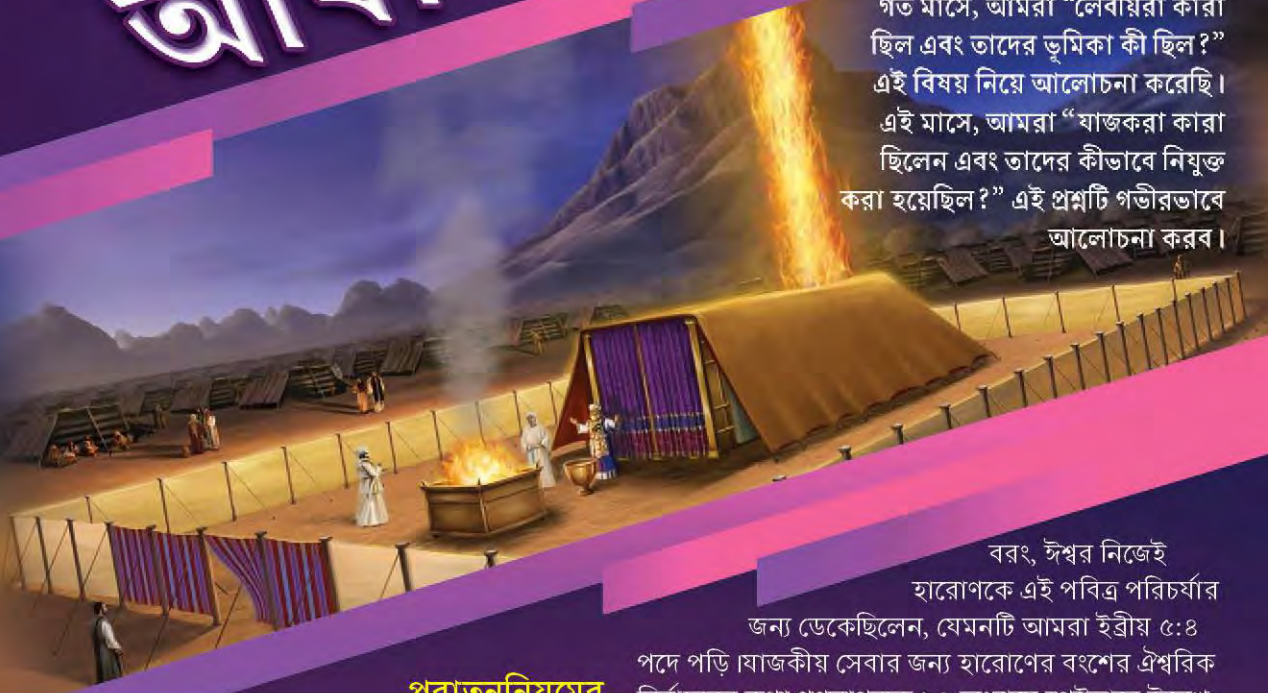
29 আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন সুসমাচারের দরজা খুলে যায় এবং এর বিস্তারের বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিটি শক্তির ধ্বংস হয়।

30 প্রার্থনা করুন যে ভারত বায়ু দূষণ থেকে সুরক্ষিত থাকবে এবং সরকার অতিরিক্ত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

31 বায়ু দূষণের কারণে সৃষ্ট রোগ এবং মৃত্যুর হাত থেকে জনগণের সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করুন।

আবাস তাম্বু

গত মাসে, আমরা “লেবীয়রা কারা ছিল এবং তাদের ভূমিকা কী ছিল?” এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এই মাসে, আমরা “যাজকরা কারা ছিলেন এবং তাদের কীভাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল?” এই প্রশ্নটি গভীরভাবে আলোচনা করব।



পুরাতননিয়মের পুরোহিত

পুরাতন নিয়মে, পুরোহিতরা ছিলেন প্রভু কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত এবং পবিত্র ব্যক্তিদের উপাসনা তাঁবুতে সেবা করার জন্য। তাদের কেবলমাত্র প্রভুর সেবার জন্য আলাদা করা হত। তবে, সমস্ত লেবীয় পুরোহিত ছিলেন না। কেবলমাত্র লেবি বংশের মধ্যে হারোনের বংশধরদেরই পুরোহিত হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। হারুন এবং তার পুত্ররা কেবল পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন। হারোণ মহাযাজক হিসেবে কাজ করতেন এবং তার পরে, তার পুত্রদের মধ্যে একজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন।

এই ভারী যাজকত্বের পদটি হারোণ নিজে থেকে গ্রহণ করেননি।

ইচ্ছাশক্তি ছিল না, তিনি মানুষের দ্বারা নিযুক্ত হননি;

যীশু তাঁর রক্ত দিয়ে
আমাদের পাপ
থেকে ধুয়ে
ফেলেছেন এবং
আমাদের পুরোহিত
করেছেন।

বরং, ঈশ্বর নিজেই হারোণকে এই পবিত্র পরিচর্যার জন্য ডেকেছিলেন, যেমনটি আমরা ইব্রীয় ৫:৪ পদে পড়ি। যাজকীয় সেবার জন্য হারোণের বংশের ঈশ্বরিক নির্বাচনের কথা গণনাপুস্তক ১৭ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নতুননিয়ম

আমাদের প্রিয় মুক্তিদাতা, যীশু খ্রীষ্ট, এখন আমাদের অনন্ত মহাযাজক - যিনি আমাদের মতোই সর্বত্র পরীক্ষিত হয়েছিলেন, তবুও পাপ ছাড়াই ছিলেন (ইব্রীয় ৪:১৬)। তাঁর যাজকত্ব অবিনশ্বর জীবনের অপরিবর্তনীয় শক্তির দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, কারণ তাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছিল, “তুমি মস্কীষেদকের ধারা অনুসারে চিরকালের জন্য যাজক।”

পবিত্র শাস্ত্র আমাদের পুরোহিত হিসেবেও উল্লেখ করে। তাঁর গভীর প্রেমের কারণে, যীশু তাঁর নিজের রক্ত দিয়ে আমাদের পাপ ধুয়ে ফেলেন এবং পিতা ঈশ্বরের সামনে আমাদের রাজা ও পুরোহিত করেন (প্রকাশিত বাক্য ১:৬)।

পুরোহিতদের নিয়োগ

লেবীয় পুস্তক ৮ অধ্যায়ে বর্ণিত মহাযাজক হিসেবে হারোণ এবং তার পুত্রদের পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করার প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাই। ধাপগুলি এখানে দেওয়া হল:

আহ্বান এবং পৃথকীকরণ (লেবীয় পুস্তক ৮:৬)

► মোশি হারোণ ও তার পুত্রদের ডেকে পাঠালেন। ঠিক একইভাবে, ঈশ্বর আমাদের অন্ধকার থেকে তাঁর অপূর্ব আলোতে ডেকেছেন এবং আমাদেরকে রাজকীয় যাজকবর্গ করেছেন (১ পিতর ২:৯)।

জল দিয়ে ধৌতকরণ (লেবীয় পুস্তক ৮:৬)

► তাদেরকে জল দিয়ে ধৌত করা হয়েছিল, যা শুদ্ধিকরণ এবং পবিত্রতার প্রতীক। একইভাবে, যীশু তাঁর রক্তের মাধ্যমে আমাদের পাপ থেকে শুচি করেছেন এবং আমাদের পুরোহিত করেছেন, যেমন প্রকাশিত বাক্য ১:৬ পদে দেখা যায়।

পোশাক এবং অভিষেক

► মোশি হারোণকে মহাযাজকের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ পোশাক পরিয়ে দিলেন, তার মাথায় কিছু অভিষেক তেল ঢেলে দিলেন এবং তাকে পবিত্র করলেন। তারপর তিনি হারোণের ছেলেদের পুরোহিতের পোশাক পরিয়ে দিলেন। যিশাইয় ৬১:৬, ১০ পদে বলা হয়েছে: “তিনি আমাকে পরিব্রাণের পোশাক পরিয়েছেন। তোমাদেরকে প্রভুর পুরোহিত বলা হবে; তারা তোমাদেরকে আমাদের ঈশ্বরের পরিচারক বলে ডাকবে।” তিনি আমাদের মাথায়ও তেল দিয়ে অভিষেক করেন (গীতসংহিতা ২৩:৫)।

রক্তের আবেদন এবং পবিত্রতা

► হারোণ ও তার পুত্ররা অভিষেকের জন্য ব্যবহৃত মেঘটির মাথায় হাত রাখলেন, যাকে হত্যা করা হয়েছিল। মোশি তার রক্তের কিছুটা হারোণের ডান



কানের লতিতে, ডান বৃদ্ধাঙ্গুলিতে এবং পায়ের ডান বৃদ্ধাঙ্গুলিতে লাগিয়ে দিলেন - তারপর তার উপরও একই রকম করলেন পুত্রগণ।

তিনি তাদের পোশাকের উপর কিছু অভিষেক তেল এবং বলিদানের রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের এবং তাদের পোশাক উভয়কেই পবিত্র করেছিলেন। একইভাবে, যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে শুদ্ধ করে এবং পবিত্র করে।

নৈবেদ্য ও ভোগের নৈবেদ্য

► মোশি বলিদানের কিছু অংশ হারোণ ও তার পুত্রদের হাতে তুলে দিলেন, তারা সেগুলো প্রভুর সামনে দোলান। এরপর মাংস রান্না করে সমাগম তাঁবুর প্রবেশপথে খাওয়া হত। তারা সাত দিন সেখানেই থেকে তাদের পবিত্রতা সম্পন্ন করে চলে যেত। কেবল এই প্রক্রিয়ার পরেই তারা পুরোহিত হিসেবে সেবা করার যোগ্য বলে বিবেচিত হত।

যদিও হারোণ মোশির বড় ভাই ছিলেন, তবুও তিনি বিনীতভাবে তার ছোট ভাইয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। একইভাবে, যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর পবিত্র ব্যক্তিদের পরামর্শের প্রতি নম্র ও বাধ্য থাকি, তাহলে প্রভুও আমাদেরকে শক্তিশালী এবং বিশেষ উপায়ে ব্যবহার করবেন।

আগামী মাসে, আমরা পুরোহিতদের পরিচর্যা এবং দায়িত্বগুলি অন্বেষণ করব।

পুনরুজ্জীবিত ডুমুর গাছ



ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধকারী ঈশ্বর!

প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদের শুভেচ্ছা! “ডুমুর গাছ পুনরুজ্জীবিত” শিরোনামের এই ঐতিহাসিক অংশের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আবার দেখা করতে পেরে আমি আনন্দিত।

এই মাসে, আমরা ইতিহাস জুড়ে ইস্রায়েল জাতি যেসব যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে এবং সেই যুদ্ধের ফলাফলগুলি অন্বেষণ করব। আপনি হয়তো বাইবেলে লিপিবদ্ধ যুদ্ধগুলি পড়েছেন বা ধ্যান করেছেন, কিন্তু এখন আমরা ধর্মগ্রন্থের বাইরে গিয়ে ইস্রায়েলে যে আধুনিক যুদ্ধগুলি করেছে এবং এর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা প্রকাশ করব।

ঈশ্বর অব্রাহামকে যেদিন ডেকেছিলেন, সেই দিন থেকে ইস্রায়েলের লোকেরা অসংখ্য যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে। এই যুদ্ধগুলির মধ্যে অনেকগুলি বিজয়ে শেষ হয়েছিল, আবার কিছু যুদ্ধ পরাজয় এনেছিল।

যিহোশূয় ১০:৪২ পদে যেমন ঘোষণা করা হয়েছে, “এই সমস্ত রাজা এবং তাদের দেশ যিহোশূয় এক অভিযানে জয় করেছিলেন, কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন।” স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কত শক্তিশালী সত্যই না এক নির্বাচিত জাতির পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য নেমে এসেছিলেন! এতে কি ঈশ্বরের তাঁর লোকদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা প্রকাশ পায় না? প্রকৃতপক্ষে, প্রভু যাদেরকে তিনি নিজের বলে অভিহিত করেছেন তাদের রক্ষা করার জন্য লড়াই করেন।

একটি জাতির জন্ম এবং ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ

১৯৪৮ সালের ১৪ মে, আধুনিক ইস্রায়েলের রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গত মাসে আমরা এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করেছি। আশ্চর্যজনকভাবে, ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠার মাত্র একদিন পরেই, তার প্রতিবেশী দেশগুলি – মিশর, যদর্ন, সিরিয়া, লেবানন এবং ইরাক - ইস্রায়েলকে আক্রমণ করে, যারা যৌথভাবে নবজাতক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই প্রচেষ্টায় একাধিক আরব দেশ একত্রিত হওয়ার কারণে, এই সংঘাত আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ নামে পরিচিতি পায়।

এই যুদ্ধটি আংশিকভাবে ফিলিস্তিনিদের সাথে সংহতি এবং আংশিকভাবে ইস্রায়েলের প্রতি গভীর হিংসা ও শত্রুতার কারণে পরিচালিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, আরব দেশগুলি ফিলিস্তিনি জনগণকে সাময়িকভাবে ভূমি ছেড়ে যেতে উৎসাহিত করেছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা ইস্রায়েলিদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং অঞ্চলটি ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দেবে।

একই সময়ে, ইস্রায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন-গুরিয়ন ফিলিস্তিনিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাদের ইস্রায়েলিদের সাথে থাকার এবং লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এই বিশ্বাসে যে মিত্র আরব দেশগুলি বিজয়ী হবে।

কিন্তু ফলাফল ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন শাস্ত্রে বলা হয়েছে, “ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু, ইস্রায়েলের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, “এবং প্রকৃতপক্ষে, তিনি জয়লাভ করেছিলেন ইস্রায়েল বাহিনী জয়লাভ করেছিল। পালিয়ে আসা ফিলিস্তিনিরা তখন থেকে শরণার্থী হিসেবে রয়ে গেছে, আজও ইস্রায়েলের সীমান্তবর্তী এলাকা এবং মরুভূমিতে বসবাস করছে।

ইস্রায়েল যখনই যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে, তখনই তার অঞ্চল কেবল শক্তি বা কৌশলগত প্রতিভার দ্বারা প্রসারিত হয়নি, বরং প্রভু তার পক্ষে যুদ্ধ করেছেন বলেই প্রসারিত হয়েছে।

ইস্রায়েল

প্রাথমিক সৈন্য ~৩০,০০০

চূড়ান্ত সৈন্য ~১১৫,০০০



আরব জাতির বাহিনী

যদর্ন: ৮,০০০-১২,০০০

মিশর: ১০,০০০-২০,০০০

লেবানন: ১,০০০

সিরিয়া: ২,৫০০-৫,০০০

ইরাক: ৩,০০০-১৫,০০০

ইয়েমেন: ৩০০

সৌদি আরব: ৮০০-১,২০০



ছয় দিনের যুদ্ধ (১৯৬৭)

১৯৬৭ সালের ৫ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ছয় দিনের যুদ্ধ বা দ্বিতীয় আরব-ইস্রায়েলি যুদ্ধ নামে পরিচিত।

এই যুদ্ধে, মিশর, সিরিয়া এবং যদর্ন ইস্রায়েল আক্রমণ করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। তাদের সমর্থন করেছিল অন্যান্য আরব দেশ, যেমন ইরাক, সৌদি আরব, মরক্কো, আলজেরিয়া, লিবিয়া, কুয়েত, তিউনিসিয়া, সুদান এবং প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO)। বিশাল জোট থাকা সত্ত্বেও, তারা সকলেই শোচনীয় পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল।

কেন? কারণ ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন! এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র যুদ্ধের শেষে, ইস্রায়েল তার অঞ্চল উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছিল:

মিশর থেকে: গাজা উপত্যকা এবং সিনাই উপদ্বীপের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন

যদর্ন থেকে: পূর্ব যিরুশালেম এবং পশ্চিম তীর দখল করা হয়েছে

সিরিয়া থেকে: গোলান হাইটস দখল করেছে, যা তার উত্তর সীমান্তের কাছে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি পাহাড়ি অঞ্চল।

ছয় দিনের যুদ্ধ: সেনাবাহিনীর শক্তি



ইস্রায়েল

সক্রিয় বাহিনী: ৫০,০০০

জরুরি পরিষেবা: ২১৪,০শেব

যুদ্ধবিমান: ৩০০টি

সামরিক যানবাহন: ৮০০টি

মোট সৈন্য: ২,৬৪,০০০

অতিরিক্ত রিজার্ভ: ১০০,০০০



আরব জোট

(মিশর, সিরিয়া, যদর্ন, ইরাক)

মোট বাহিনী: ৫৪৭,০০০

যুদ্ধবিমান: ৯৫৭টি

সামরিক যানবাহন: ২,৫০৪টি

অতিরিক্ত রিজার্ভ: ২৪০,০০০

যেমন শাস্ত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয়, “শক্তি বা শক্তি দ্বারা নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,” সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন।

“তোমার পক্ষে সাহায্য করা হালকা ব্যাপার, অনেকের সাথে হোক বা যাদের ক্ষমতা নেই তাদের সাথে হোক।”

ইস্রায়েলের অত্যাশ্চর্য বিজয়ের মাধ্যমে এই ঐশ্বরিক সত্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছিল। ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাদের সাথে ছিলেন এবং এটিই সমস্ত পার্থক্য তৈরি করেছিল।

প্রিয় বন্ধুরা, তোমরাও ঈশ্বরের মনোনীত এবং পৃথকীকৃত এক জাতি। তিনি যেমন ইস্রায়েলের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি তিনি তোমাদের জন্যও যুদ্ধ করবেন। ঈশ্বর যখন তোমাদের পক্ষে থাকেন, তখন বিজয় নিশ্চিত। জীবনে তোমরা যে যুদ্ধের মুখোমুখি হও না কেন, নিশ্চিত থাকো যে তিনি তোমাদের সাথে থাকবেন এবং তোমাদের বিজয়ের দিকে পরিচালিত করবেন।

আগামী মাসে, আমরা “যীশু পুনরুজ্জীবিত” এবং “ডুমুর গাছ পুনরুজ্জীবিত” এর পরিচর্যার মধ্যে সুন্দর সংযোগ অন্বেষণ করব।



উইলিয়াম কেরি

খ্রীষ্টের অবিচল শিষ্যরা!



এই মাসে,, খ্রীষ্টের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা শিষ্যদের উপর আমাদের সিরিজে, আমরা উইলিয়াম কেরির জীবনের প্রতি লক্ষ্যপাতকরব- যিনি আধুনিক মিশনের জনক হিসেবে সম্মানিত। একদিন বিকেলে, তার ছাপাখানা এবং গুদামঘরে এক অপ্রত্যাশিত আগুন লাগে। আগুনের শিখা তার পুস্তক এবং ছাপাখানাগুলিকে গ্রাস করে, ছাই করে দেয়। এই আকস্মিক ক্ষতির ধ্বংসযজ্ঞ তার হৃদয়কে অসহ্য শোকে ভেঙে দেয়। কেরি একজন ব্যতিক্রমী অনুবাদক ছিলেন। তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুরো বাইবেল ২০টি ভাষায় এবং নতুন নিয়ম ৪০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল।

ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ এক ডজনেরও বেশি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ হাতে লেখা অনেকগুলি পুস্তক তার সংরক্ষণাগারে যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করেছিলেন। এটি এক বা দুই দিনের পরিশ্রমের ক্ষতি ছিল না - বরং বছরের পর বছর ধরে নিদ্রাহীন রাতের পরিশ্রমের ফলাফল ছিল। সেই সময়ে, তার লেখা সংরক্ষণ করার জন্য কোনও কম্পিউটার ছিল না, বা অনুলিপি সংরক্ষণের জন্য কোনও ফটোকপিয়ার ছিল না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, তিনি হাতে লিখেছিলেন এবং সাবধানে সেগুলি স্তম্ভীকৃত করেছিলেন। মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে, প্রতিটি মূল্যবান নথি ছাই হয়ে গেল।

এই ট্র্যাজেডির পর, তিনি তার বন্ধু অ্যান্ড্রু মারেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি এই কথাগুলি লিখেছিলেন: “মাটি আবারও চাষ করতে হবে। তবুও আমরা সম্পূর্ণ হতাশা থেকে রক্ষা পাচ্ছি। যখন আমি ঈশ্বরের ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং জ্ঞানের উপর চিন্তা করি যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন আমি সান্ত্বনা পাই। গীতসংহিতা ৪৬- ‘স্থির হও, এবং জেনে রাখ যে আমিই ঈশ্বর’-এই ধ্যান আমাকে দুঃখের মধ্যেও শক্তিশালী করেছে। আমি এই সত্যটি গ্রহণ করতে শিখছি যে ঈশ্বর যা কিছু অনুমোদন করেন তা আমাদের শান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে, কারণ তিনি সার্বভৌম।’

প্রিয় তরুণ পাঠকগণ, এই কথাগুলো যখন তোমরা চিন্তা করো, তখন উইলিয়াম কেরি তার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতির মুখেও যে অটল বিশ্বাস ধরে রেখেছিলেন তা বিবেচনা করো। প্রাচুর্য এবং আনন্দের সময়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করা সহজ। কিন্তু ক্ষতি এবং ব্যর্থতার মধ্যেও দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো -এটি সত্যিই একটি মহৎ কাজ।

প্রিয়জন, উইলিয়াম কেরির ধৈর্য্য এবং বিশ্বাস আজ আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। আসুন আমরা দৃঢ় হৃদয়ে ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরি। আসুন আমরা সকলের উপর কর্তৃত্বকারী সার্বভৌম ঈশ্বরের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি - এবং খ্রীষ্টের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াই।

আমেন।